জন লক

প্রতিরূপী বস্তুবাদ এর ব্যাখ্যা : -

অথবা

সরল বস্তুবাদ এর দোষ ত্রুটি লক্ষ্য করে লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠা:-

যে মতবাদ অনুসারে বাহ্যবস্তু প্রতিরূপের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে জ্ঞাত হয়, সেই মতবাদকে প্রতিরূপী বস্তুবাদ বলে। এই মতবাদের প্রবর্তক হলেন জন লক। লৌকিক বস্তুবাদের ত্রুটিগুলি দূর করে বস্তুবাদকে পরিমার্জিত করে লক প্রতিরূপী বস্তুবাদে তুলে ধরেছেন।

লৌকিক বস্তুবাদের সঙ্গে প্রতিরূপী বস্তুবাদের একটি বিষয়ে মিল আছে। উভয় মতবাদ অনুসারে বাহ্যবস্তুর জ্ঞান নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। তবে বস্তুর জ্ঞান প্রত্যক্ষ না পরোক্ষ এই প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে মতবাদ দুটির মধ্যে পার্থক্য আছে।

লৌকিক বস্তুবাদ অনুসারে বস্তুর জ্ঞান অপরোক্ষ। বস্তু ও বস্তুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণগুলিকে আমরা সরাসরি প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জানতে পারি। এই মতবাদের ত্রুটি হল--- আপেক্ষিক প্রত্যক্ষ, ভ্রম ও অমূল প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যা মতবাদটি দিতে পারেনা। অপরদিকে প্রতিরূপী বস্তুবাদ অনুসারে বস্তুর জ্ঞান পরোক্ষ। বস্তুকে প্রতিরূপের মাধ্যমে আমরা পরোক্ষভাবে জেনে থাকি, বস্তুর জ্ঞান পরোক্ষ বলায় মতবাদটি আপেক্ষিক প্রত্যক্ষ, ভ্রম এবং অমূল প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যা সন্তোষজনকভাবে দিতে পারে।

প্রতিরূপ বস্তুবাদ অনুসারে বস্তু প্রতিরূপের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে জ্ঞাত হয়। বস্তুর প্রতিরূপ হলো বস্তুর ধারণা। ধারণার মাধ্যমে বস্তুকে আমরা পরোক্ষভাবে জেনে থাকি। ধারণাগুলি হল বস্তুর গুণের ধারণা।লক আধুনিক জড়বাদী। তিনি জড় দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি দৃষ্টিবাদী, প্রত্যক্ষকে জ্ঞান লাভের একমাত্র উৎস বলে স্বীকার করেছেন। দ্রব্যকে ইন্দ্রিয়ানুভাবে পাওয়া যায় না অথচ তিনি দ্রব্যকেও অস্বীকার করতেও পারেন না। এই কারণে তিনি দ্রব্যকে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলতে বাধ্য হয়েছেন। দ্রব্যের অস্তিত্বকে প্রমাণ করার

জন্য তিনি দুই প্রকার গুণের কল্পনা করেছেন – মুখ্য গুন ও গৌণ গুণ। বস্তুবাদী হিসেবে লক বিশ্বাস করেন যে আমাদের মনের বাইরে সত্যিই বাস্তব জগৎ আছে। এই বাস্তব জগতে নানাবিধ বস্তু আছে।

লক মনে করেন যে জগতের প্রত্যেকটি বস্তুরই গুন আছে। কিন্তু বস্তুর সব গুণ সমান নয়। তিনি দুই ধরনের গুণের কথা বলেছেন – মুখ্য ও গৌণ গুণ। মুখ্য গুণ এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে গুন গুলি একান্তভাবেই বস্তুগত, যেগুলি বস্তুকে ছেড়ে কখনোই থাকে না তাকে বলা হয় মুখ্য গুণ যেমন – আকার, আয়তন, ওজন ইত্যাদি। অন্যদিকে গৌণ গুনগুলি মনোগত। এই গুনগুলি ব্যক্তিভেদে, অবস্থা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, যেমন রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি। মুখ্য গুনগুলির বিভিন্ন শক্তি আছে। এই শক্তির দ্বারা গুণগুলি আমাদের মনে বিভিন্ন সংবেদন সৃষ্টি করে। লক কখনোও কখনোও এই সংবেদন কে গৌণগুণ বলেছেন। গৌণ গুণ গুলি আমাদের মনে গৌণ গুণের ধারণা সৃষ্টি করে। এই ধারণার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই, কিন্তু মুখ্য গুণগুলি বস্তুগত ধর্ম। মুখ্য গুণ আমাদের মনে মুখ্য গুণ এর ধারণা সৃষ্টি করে। মুখ্য গুণ এর ধারণার সাথে বস্তুর মিল থাকে। বস্তুর আকৃতি ধর্ম আছে। এইজন্য আমাদের মনে বস্তুর আকৃতির অবিকল ধারণা ভেসে ওঠে।

লকের মতে মন যেন একটি সাদা কাগজ, যেখানে বাহ্যবস্তুর গুণগুলি ধারণার আকারে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। ধারণাগুলি বস্তুর প্রতিরূপ।বস্তু প্রতিরূপ এর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে জ্ঞাত হয়। তাই লকের বস্তুবাদকে প্রতিরূপী বস্তুবাদ বলে। বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটলে বস্তুর গুণগুলি আমাদের মনে ধারণা সৃষ্টি করে। এইভাবে আমরা জানতে পারি যে বস্তুর আকার আছে, বর্ণ আছে ইত্যাদি। কিন্তু যেহেতু আমরা কখনো বস্তুকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করতে পারিনা সেহেতু বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ অজ্ঞাত থেকে যায়। অথচ বস্তুকে অস্বীকার করাও যায় না। বস্তুর মুখ্য গুণ গুলি শূন্যে ভেসে থাকতে পারে না, তাদের আঁধার প্রয়োজন। মুখ্য গুণ এর আঁধার হিসেবে এবং সংবেদনের ফলে যে ধারণার সৃষ্টি হয় তার কারণ হিসেবে জড় দ্রব্যের অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। লক বলেন দ্রব্য হল গুণের কল্পিত কিন্তু অজ্ঞাত আধার।

সপ্তদশ শতাব্দীর নিউটনীয় পদার্থবিদ্যায় যথার্থ গুণ ও অযথার্থ গুণের মধ্যে পার্থক্য কল্পনা করা হয়।

এবং যা গণনার যোগ্য তাকে যথার্থ গুন বলা হয়। নিউটনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে লক মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণের মধ্যে পার্থক্য কল্পনা করেন। এই পার্থক্যের ভিত্তিতে লক তার প্রতিরূপী বস্তুবাদ গড়ে তোলেন। তাই লকের বস্তুবাদকে বিজ্ঞানসম্মত বস্তুবাদ বলা হয়।

প্রতিরূপী বস্তুবাদ আপেক্ষিক প্রত্যয় ও ভ্রমের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম। লকের মতে ধারণার সঙ্গে ধারণার মিল- বা অমিল প্রত্যক্ষ হল জ্ঞান। ধারণার সঙ্গে যখন বস্তুর মিল থাকে তখন বস্তুর জ্ঞান যথার্থ হয়, মিল না থাকলে জ্ঞান অযথার্থ হয়, রজ্জুতে আমাদের সর্পভ্রম হয়। সর্প একটি ধারণা। এই ধারণার সঙ্গে রজ্জুর ধারণার মিল নেই। এক্ষেত্রে আমরা কেবল আমাদের মনের ধারণা কে প্রত্যক্ষ করি। যথার্থ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে ধারণার সঙ্গে বস্তুর মিল থাকে।

লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদ আত্মগত ভাববাদের পথ প্রস্তুত করে দিয়েছে। আত্মগত ভাববাদ অনুসারে বস্তু মনের ধারণা মাত্র। এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে হলে বস্তুর বাস্তব সত্তাকে অস্বীকার করতে হয়। লক বস্তুকে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলায় বার্কলের এই প্রাথমিক কাজ তিনি করে দিয়েছেন। বার্কলের অবশিষ্ট কাজ হল মুখ্য গুণ গুলিকে গৌণ গুণে রূপান্তরিত করা এবং লক যে যুক্তির সাহায্যে গৌণ গুণের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন, সেই একই যুক্তিতে বার্কলে মুখ্য গুণ গুলিকে গৌণ গুণে রূপান্তরিত করেন। লকের মতে পরিবর্তনশীলতা গৌণ গুণের ধর্ম। বার্কলে বলেন এই ধর্ম মুখ্য গুনের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। তাই তথাকথিত মুখ্য গুণ গুলিকে গৌণ গুণ বলা যায়। সুতরাং সব গুনই গৌণ গুন বা মনের ধারণা। এইভাবে বার্কলে লককে অনুসরণ করে ভাববাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। বস্তুত: লকের মতবাদ থেকেই ভাববাদের সূত্রপাত হয়।

সমালোচনা :-

এই মতবাদের সাহায্যে জ্ঞানের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব বিচার করা যায় না। বস্তুর সঙ্গে ধারণার মিল আছে কিনা তা নিশ্চয় করতে হলে অন্তত একবার বস্তুকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করতে হয়। কিন্তু প্রতিরূপী বস্তুবাদ অনুসারে বস্তুকে সাক্ষাৎভাবে ইন্দ্রিয়ানুভবে পাওয়া যায় না। সুতরাং তার সঙ্গে আমাদের ধারণার মিল আছে কিনা তা যাচাই করা অসম্ভব।

লক পরিবর্তনশীলতা কে গৌণ গুণের ধর্ম বলেছেন। কিন্তু দেখা যায় মুখ্য গুণগুলি পরিবর্তনশীল। বস্তুর আকৃতি দ্রষ্টার অবস্থানের ওপর নির্ভর করে। উজ্জীয়মান ঘুড়ি যতই ওপরে উঠে ততই তার আকার ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়। সুতরাং বস্তুর আকার গৌণ গুণের মতই পরিবর্তনশীল।

লক পরিমাপযোগ্যতা কে মুখ্যগুনের ধর্ম বলেছেন। আধুনিক পদার্থবিদ্যায় বর্ণকে আলোক তরঙ্গে বিশ্লেষণ করা যায়। আলোক তরঙ্গ পরিমাপ যোগ্য। পরিশেষে বলা যায় লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদ এর পরিণতি হল অজ্ঞেয়বাদ, বস্তু - 'অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়'।

লককে অনুসরণ করে মুখ্য ও গৌণ গুণের পার্থক্য :

সপ্তদশ শতাব্দীতে নিউটনের পদার্থবিদ্যার সূত্র ধরে লক জড় দ্রব্যের দুটি গুণের উল্লেখ করেন। একটি মুখ্য গুণ, অপরটি গৌণ গুণ। মুখ্য গুণগুলি পরিমাপ যোগ্য। এই গুণগুলি কে সংখ্যায় প্রকাশ করা যায়। এইগুলি জ্ঞাতা – নিরপেক্ষ ও বস্তুগত। এইগুলি জড় দ্রব্যের যথার্থ গুণ বা ধর্ম। জড়বস্তু মুখ্য গুনের অজ্ঞাত আধার। মুখ্যগুণ আমাদের মনে যে ধারণার সৃষ্টি করে, সেই ধারণার মাধ্যমে আমরা বস্তুকে পরোক্ষভাবে জেনে থাকি। বিস্তৃতি, আকার, গতি, স্থিতি ও সংখ্যা - এই পাঁচটি বস্তুর মুখ্য গুণ, এইগুলি বস্তুতে প্রকৃতই থাকে।

অপরদিকে, গৌণ গুণ বস্তুগত নয়। এই গুণ বস্তুকে প্রকৃতই নেই। গুণগুলি মনোগত। এইগুলি নিছক সংবেদনমাত্র। আমাদের মনে গৌণ গুণের ধারণা সৃষ্টি করার ক্ষমতা মুখ্য গুণ এর আছে। কিন্তু গৌণ গুণের ধারণার অনুরূপ গুণ বস্তুতে নেই। এইগুলি বস্তুর স্বরূপগত গুন নয়। রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি গুণগুলি গৌণ গুণ। গৌণ গুণগুলি পরিবর্তনশীল। কোন রং উজ্জল আলোকে যেমন দেখায়, ম্লান আলোকে তেমন দেখায় না। কোন বস্তুর আকৃতি প্রত্যক্ষকারীর অবস্থানের উপর নির্ভর করে। কোন বস্তুর আস্বাদ একই ব্যক্তির কাছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম হতে পারে। মিষ্টি খেয়ে চা পান করলে চা মিষ্টি লাগে না। বরফ স্পর্শ করে জলে হাত দিলে জল গরম বলে মনে হয়। গন্ধ ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন রকম হতে পারে। একজন মায়ানমার অধিবাসীর কাছে শুকনো মাছের গন্ধ তৃপ্তিদায়ক। কিন্তু কোন গুজরাটির কাছে ওই গন্ধ তৃপ্তিদায়ক হয়না। লক ছাড়াও এই গুণ বিভাগ ডেকার্ট স্বীকার করেছেন।

বার্কলে কর্তৃক মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণের পার্থক্য অস্বীকার: - মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণের মধ্যে লক যে পার্থক্য করেছেন বার্কলে তা অস্বীকার করেন। এ বিষয়ে বার্কলের যুক্তিগুলি নিম্নরূপ :-

উভয় প্রকার গুণকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা প্রত্যক্ষ করি। উভয় প্রকার গুনই প্রত্যক্ষ নির্ভর।

যা কিছু প্রত্যক্ষ নির্ভর তা মনের ধারণা । সুতরাং মুখ্য গুনের চেতনা- বহির্ভুত কোনো অস্তিত্ব নেই। মুখ্য গুণগুলিকে গৌণ গুণ নিরপেক্ষভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না। বর্ণ ছাড়া নিছক বিস্তৃতি প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয় । তাই যে যুক্তিতে বর্ণকে মনোগত বলা হয় অনুরূপ যুক্তিতে বিস্তৃতিকেও মনোগত বলা যায়।

মুখ্য গুণ গুলিকে বিশেষণরূপে যেভাবে বিশেষ্যে আরোপ করা হয়-অনুরূপভাবে গৌণ গুনগুলিকে বিশেষ্যে আরোপ করা হয়ে থাকে। আমরা যেমন বলি 'টেবিল টি গোল' সেই একইভাবে বলি 'টেবিলটি বাদামী' ভাষার ব্যবহার থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণের মধ্যে স্বরূপগত কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং গৌণ গুণ গুলিকে মনোগত বললে মুখ্য গুণ গুলিকে ও মনোগত বলতে হয়।

আকৃতিকে মুখ্য গুণ বলা যায় না। কারণ প্রত্যক্ষ কারীর অবস্থানের ওপর বস্তুর আকৃতি নির্ভরশীল। দূর থেকে কোন বস্তুকে প্রত্যক্ষ করলে ছোট দেখায়, কিন্তু নিকট থেকে প্রত্যক্ষ করলে সেই বস্তু কে অপেক্ষাকৃত বড় মনে হয়। ঘুড়ি যতই উপরে ওঠে ততই তাকে বলে ছোট বলে মনে হয়।

মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণ উভয়ই জ্ঞানের বিষয়, যা জ্ঞানের বিষয় তা লকের মতে ধারনা। সুতরাং লকের তত্ত্বে উভয় প্রকার গুণী মনের ধারণা হওয়া উচিত এবং গৌণ গুণগুলি যদি ধারণা রূপে মনে থাকে তাহলে মুখ্য গুণগুলিও মনে থাকবে। মন - বহির্ভুত কোন বস্তুতে এদের অবস্থান সম্ভব নয়।

গতি ও স্থিতি যাকে লক মুখ্য গুণ বলেছেন, তা বস্তুত: আপেক্ষিক। সব বস্তু পৃথিবীতে অবস্থান করে বলে গতিশীল। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বে 'Absolute Rest' এবং 'Absolute Motion' উভয় প্রকার ধারণা পরিত্যাগ করা হয়েছে। এই থেকে বার্কলে সিদ্ধান্ত করেছেন যে মুখ্যগুণ ও গৌণ গুণ গুলি সংবেদন ভিন্ন কিছুই নয়।